সূচীপত্র

লেখকের কথা

সকল প্রসংশা আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক ও যাঁর হাতে রিজিকের চাবিকাঠি। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্ব জগতের রহমত মুহাম্মদ [সাঃ]-এর প্রতি। যিনি ফকির-মিসকিনদের বন্ধু ও সহানুভূতির লক্ষ্যে জাকাতের বিস্তারিত বিধান বর্ণনা করেছেন।

আরো বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবা কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সঠিক অনুসারীদের প্রতি।

ইসলামি অর্থনীতির মূল ভিত্তি জাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে উপলব্ধি করত: জাকাতের সংক্ষিপ্ত আহকাম এর উপর এই ছোট পুস্তিকাটির অবতারণা।

বইটির দ্বিতীয় প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'আলার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা

করেছেন, তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোনও দিন চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নুতন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

হে আল্লাহ তা'আলা! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার
বাংলা বিভাগ. সৌদি আরব
৭/৯/১৪৩৪ হিঃ
১৬/৭/২০১৩ ইং

¿ জাকাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

আমরা সকলে আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে পরিপূর্ণ ইসলামি বিধান দান করেছেন। এ মহান বিধানের অন্যতম বিধান হলো জাকাত আদায় করা। ইহা ইসলামের ৩য় রোকন। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে জাকাতকে সালাতের সাথে মিলিয়ে বহুবার উল্লেখ করেছেন।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

Z r q p o n m l k [

এবং তোমরা সালাত কায়েম কর ও জাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীর সাথে রুকু কর।

[সূরা বাকারা:৪২]

২. রসূলুল্লাহ [সা:]-এর বাণী:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـــلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّـــلَاةِ، وَإِيتَـــاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ». متفق عليه.

ইবনে উমার [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সা:] বলেছেন: ইসলাম ৫টি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত আর অন্য কোন সত্য মাবুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ [সা:] আল্লাহর রসুল। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) জাকাত আদায় করা। (৪) বাইতুল্লাহর হজ্ব করা। (৫) রমজান মাসের রোজা রাখা।" [বুখারী ও মুসলিম]

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামি অর্থনীতিতে দু'টি বিপরীতধর্মী প্রধান দিক রয়েছে। একটি ইতিবাচক, যার লক্ষ্য অতি মহৎ এবং ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে তার প্রভাব উচ্চ এবং স্থান আর্থ-সামাজ ব্যবস্থাপনায় অতি উন্নত। আর তা হলো জাকাত ব্যবস্থা, যা ধনী-গরিবের মাঝের সেতুবন্ধন এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থনীতির ভারসাম্যতা রক্ষাকারী।

আর অপরটি নেতিবাচক, যা ইসলামের সর্ববৃহৎ ও অন্যতম হারাম জিনিস। বরং ধ্বংসাত্মক সাতটি জিনিসের একটি। সেটি হলো বর্তমান বিশ্বের আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এর নাম

সুদ, যা ফকির-মিসকিনদের হত্যাকারী, অর্থনীতি বিনাশকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে যুদ্ধকারী।

উল্লেখ্য যে, সম্পতির ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শন একেবারেই বাস্তবধর্মী। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে ইহা মানব জীবনের শিরা (Nerve) এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের ভিত্তি। ইসলাম সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক ভরণ-পোষণ, বাসস্থান এবং অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে। যেন একটি মানুষও ভরণ-পোষণ বিহীন সমাজে অবহেলিত না থাকে। আর সম্পদের সুষ্ঠ বণ্টনের মধ্যেই রয়েছে সমাজের সকল মানুষের ভরণ-পোষণের যথাযথ আদর্শ ব্যবস্থা। এ ছাড়া সম্পত্তির সঠিক বণ্টনের সর্বোত্তম মাধ্যম হলো জাকাত ব্যবস্থা। যা ধনী-গরিবের অস্বাভাবিক ব্যবধান দূর করে উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধানের অনন্য পন্থা।

তাই জাকাত ব্যবস্থা গরিবকে অনাহারের কষ্ট থেকে এবং ধনীকে বিলাসিতা থেকে মুক্ত করে

উভয়কেই স্বাভাবিক ও সামাজিক জীবন যাপনে সহায়তা করে।

মনে রাখতে হবে যে, জাকাত দেওয়ার অর্থ ধনীর পক্ষ থেকে গরিবকে অনুগ্রহ করা নয়। বরং ইহা গরিবের প্রাপ্য অধিকার, যা আল্লাহ তা'আলা ধনীর লোকের কাছে পবিত্র আমানত রেখেছেন, যেন তারা প্রাপ্যাধিকারীদেরকে পৌঁছিয়ে এবং হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়। এই জন্যই এ বাস্তবতা আমাদের সামনে স্থির হয় যে, সম্পদের আসল মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[L M N O P Q i Z النور: ٣٣

তাদেরকে (গরিব-মিসকিনকে) আল্লাহর সম্পদ থেকে দাও, যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। [সূরা নূর:৩৩] আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে সম্পদের প্রতিনিধি করেছেন।

২. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[d e f g h q Z الحديد: ٧

এবং তিনি তোমাদেরকে যার (সম্পদের) প্রতিনিধি করেছেন, তা থেকে ব্যয় কর। [সূরা আল-হাদীদ::৭]

¿ জাকাতের আভিধানিক অর্থ:

জাকাতের আভিধানিক অর্থ: জাকাত শব্দের অর্থ বৃদ্ধি, প্রাচুর্য এবং বেশী মঙ্গল বা কল্যাণ। যেমন: আরবিতে বলা হয়: শস্যে জাকাত হয়েছে। অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সম্পদে জাকাত হয়েছে। অর্থাৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। এভাবে অমুকের জাকাত অর্থাৎ তার নেক কাজ ও মঙ্গল বৃদ্ধি হয়েছে।

আভিধানিক অর্থে জাকাত শব্দটি পবিত্র করার জন্যও ব্যবহার হয়। যেমন: আল্লাহ তা'আলার বাণী:

[@ A B C D Z الشمس: ٩

সফলকাম হয়েছে ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে পবিত্র করেছে (শির্ক থেকে)। [সূরা শামস: ৯]

প্রশংসা করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন: আল্লাহ তা'আরা বাণী:

[© تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۖ ﴿٣٢﴾ Z النجم: ٣٢

অতএব তোমরা নিজেদের প্রশংসা করো না।
[সূরা নাজম:৩২]

¿ **জাকাতের পারিভাষিক অর্থ:**

জাকাত হলো: নির্দিষ্ট ও বিশেষ পরিমাণ সম্পদ, যা বিশেষ প্রকারের মানুষকে বিশেষ শর্তের ভিত্তিতে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়।

জাকাত প্রদানে এবং জাকাত গ্রহীতার দোয়ার বরকতে সম্পদ বৃদ্ধি পায় এ জন্যই জাকাতকে জাকাত বলা হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوٰةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ´

µ Z الروم: ٣٩

পক্ষান্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় যারা জাকাত আদায় করে থাকে, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।
[সূরা আর রূম: ৩৯]

¿ জাকাতের বিধানঃ

জাকাত ইসলামের ফরজসমূহের একটি বড় ফরজ এবং ৫টি ভিত্তির একটি ভিত্তি। গুরুত্বের দিক থেকে কালেমা এবং সালাতের পরই ইসলামে জাকাতের স্থান। আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমে সালাতের সাথে জাকাতকে বহুবার উল্লেখ করেছেন। কুরআন, হাদীস ও ইজমা[১] দ্বারা জাকাত ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে।

সুতরাং, যে ব্যক্তি জাকাত ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করবে, সে কাফের এবং ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে মুরতাদ হয়ে যাবে। তাকে তওবা করার জন্য বলা হবে, যদি তওবা ক'রে পুনরায় ইসলামে ফিরে আসে তবে ভাল, নচেৎ তাকে ইসলাম ত্যাগের কারণে হত্যা করা হবে। কিন্তু যদি সে নও মুসলিম হয় অথবা একেবারে গ্রামে লালিত-পালিত হয়, যেখানে ইসলামের বিধিবিধান জানার কোন ব্যবস্থা নেই, তাহলে ইসলামের বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে তাকে হত্যা না করে ক্ষমা ক'রে দেওয়া হবে। আর যে ব্যক্তি

---

১. নতুন কোন সমস্যা বা বিষয়ে কোন যুগের মুসলিম উম্মাহর সকল উলামাদের ঐক্যমতকে ইজমা বলা হয়।

জাকাত আদায় করতে চাইবে না[১] তার নিকট হতে জোরপূর্বক আদায় করা হবে। যেমনভাবে আবু বকর [রা:] জাকাত আদায়ে যারা অসম্মতি জানিয়েছিল তাদের থেকে আদায় করেছিলেন। যে ব্যক্তি জাকাত আদায়ে কৃপণতা করবে অথবা পরিমাণে কম আদায় করবে, সে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত এবং আল্লাহ তা'আলার শাস্তিযোগ্য।

(ক) কুরআন থেকে দলিল:

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন:

Z { a ` _ ^ [المزمل: ٢٠

সালাত কায়েম কর এবং জাকাত আদায় কর।
[সূরা আল মুজাম্মিল:২০]

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

Z | p o n m l k j [

তাদের সম্পদ থেকে জাকাত গ্রহণ করুন যা দ্বারা আপনি তাদেরকে পূত পবিত্র করবেন।

---

[১] . যদিও সে জাকাত ফরজ তা স্বীকার করে।

[সূরা তাওবা: ১০৩]

৩. আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

n m l k j i h [

o p | v Z التوبة: ١١

অবশ্য তারা যদি তাওবা করে, সালাত কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। [সূরা তাওবা: ১১]

৪. আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

[وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ

﴿١٨٠﴾ Z آل عمران: ١٨٠

আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন এ ধারণা না করে যে, এ কৃপণতা তাদের জন্য মঙ্গলময়। বরং এটা তাদের জন্য ক্ষতিকর। যে সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে

তারা কৃপণতা করেছে অচিরেই কিয়ামতের দিন তা তাদের গলায় বেড়ি বানিয়ে পরানো হবে।
[সূরা আল-ইমরান: ১৮০]

(খ) হাদীস থেকে দলিল:

১. রসূলুল্লাহ [সা:]-এর বাণী:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ». متفق عليه.

ইবনে উমার [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সা:] বলেছেন: ইসলাম ৫টি মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: (১) এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত আর অন্য কোন সত্য মাবুদ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ [সা:] আল্লাহর রসুল। (২) সালাত কায়েম করা। (৩) জাকাত আদায় করা। (৪) বাইতুল্লাহর হজ্ব করা। (৫) রমজান মাসের রোজা রাখা ।[বুখারী ও মুসলিম]

২. রাসূলুল্লাহ [সা:]-এর আরো বাণী:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ:«-- فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ». متفق عليه.

ইবনে আব্বাস [রা:] হতে বর্ণিত যে, নবী [সা:] যখন মো'আয ইবনে জাবাল [রা:]কে ইয়ামেনে পাঠালেন তখন বলেন: ---- আর যদি তারা (সালাতের) ব্যাপারে আনুগত্য করে, তবে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের সম্পত্তিতে জাকাত ফরজ করেছেন। যা তাদের ধনীদের থেকে নেওয়া হবে এবং তাদের গরিবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। [বুখারী ও মুসলিম]

قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ :وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقاً كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ. متفق عليه

৩. আবু বকর [রা:] জাকাত আদায়ে অসম্মতি দানকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন: আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি ছাগল ছানা প্রদানেও বিরত থাকে যা তারা রসুল [সা:]কে প্রদান করত[১] তাহলে আমি তাদের এই (জাকাত প্রদানে) বিরত থাকার কারণে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব। [বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :« مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ ». متفق عليه.

আবু হুরাইরা [রা:] হতে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সা:] বলেছেন:যে ব্যক্তিকে আল্লাহ সম্পদ দান করেন কিন্তু সে উহার জাকাত আদায় করে না, কিয়ামতের দিন তার ঐ সম্পদ কপালে চিতা বিশিষ্ট টাক মাথার অতি বিষধর সর্পে পরিণত করে বেড়ি বানিয়ে তার গলায় পরানো হবে। অত:পর সাপটি তাকে দংশন

---

[১] . অর্থাৎ জাকাত হিসাবে প্রদান করত

ক’রে চোয়ালে নিয়ে বলবে: আমি তোমার সম্পদ, আমি তোমার সঞ্চিত ধন। [বুখারী]

(গ) ইজমা থেকে দলিল:

সকল ইমামমগণ জাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিতরূপে চূড়ান্তভাবে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।

¿ জাকাত কখন ফরজ হয়?

জাকাত ইসলামের ৫টি রোকনের অন্যতম রোকন। ইসলামের প্রথম দিকে মক্কাতে জাকাত ফরজ হয়। তবে তখন কোন কোন সম্পদ-সম্পতির উপর জাকাত ফরজ তা বর্ণনা করা হয়নি এবং জাকাতের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। আর এ সব নির্ধারণের প্রয়োজন সে সময় ছিল না। কেননা মুসলমানদের মধ্যে তখন বদান্যতা এবং অপরকে দেওয়ার প্রবণতা ছিল প্রবল। প্রসিদ্ধ বর্ণনানুযায়ী ২য় হিজরি সনে প্রত্যেক সম্পদের জাকাত এবং পরিমাণ বিস্তারিত বর্ণনার সাথে ফরজ করা হয়েছে।

¿ জাকাত কার উপর ফরজ ?

জাকাত ফরজ ঐ মুসলিম ব্যক্তির উপর, যে স্বাধীন এবং নেসাব[১] পরিমাণ সম্পদের মালিক।

¿ জাকাত ফরজ হওয়ার হেকমত ও তাৎপর্য:

জাকাতের অনেক তাৎপর্য এবং বহু দ্বীনি, চারিত্রিক ও সামাজিক হেকমত রয়েছে। নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হলো:

¿ জাকাতের দ্বীনি লাভসমূহ:

১. ইসলামের একটি রোকন সংরক্ষণ করা, যার উপর ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল নির্ভর করে।

২. অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় জাকাতও বান্দাকে তার পালনকর্তার সন্নিকটে করে দেয় এবং বান্দার ঈমান বৃদ্ধি করে।

৩. জাকাত আদায় করে অনেক বড় সওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়।

(ক) আল্লাহ তা'আলা বলেন:

[T U V W X | ` Z البقرة: ٢٧٦

---

[১].জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ।

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বৃদ্ধি করেন। [সূরা বাকারা: ২৭৬]

(খ) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

] وَمَآ ءَاتَيۡتُم مِّن زَكَوٰةٖ تُرِيدُونَ وَجۡهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ

µ Z الروم: ٣٩

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যারা জাকাত দেয় (দান করে) একমাত্র তারাই বহুগুণ লাভবান হয়। [সূরা আর রূম: ৩৯]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ».

متفق عليه واللفظ للبخاري.

(গ) আবু হুরাইরা [রা:] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রসূলুল্লাহ [সা:] বলেছেন:যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ দান করে এবং আল্লাহ

হালাল ছাড়া কবুল করেন না, আল্লাহ তার দানকে ডান হাতে কবুল করেন। অত:পর তার মালিকের জন্য তা প্রতিপালন করেন যেভাবে তোমাদের কেউ নিজ অশ্বসাবককে প্রতিপালন করে। শেষ পর্যন্ত তা পাহাড়সম হয়ে যায়। [বুখারী ও মুসলিম]

৪. জাকাতের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অপরাধ ক্ষমা করে দেন। রসূলুল্লাহ [সাঃ] বলেছেন:

« وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ». الترمذي وابن ماجه

সদকা (জাকাত) পাপকে নিভিয়ে (দূর) দেয়, যেভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়। [সহীহ সুনানে তিরমিযী ও সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ]

¿ জাকাতের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য:

১. জাকাত মানুষকে উদারতা, মহত্ত্ব ও বদান্যতার শিক্ষা দান করে।

২. জাকাত অনাথ ভাইদের প্রতি দয়া এবং অনুগ্রহ সৃষ্টি করে। দয়াবানদেরকে পরম দয়ালু (রহমান) দয়া করেন।

৩. অভিজ্ঞতার আলোকে সাব্যস্ত যে, মুসলমানদের জন্য জান ও সম্পদের ত্যাগের দ্বারা হৃদয় খুলে যায়, মন প্রশস্ত হয় এবং অপর ভাইয়ের জন্যে স্বার্থত্যাগের অভ্যাস গড়ে উঠে।

৪. জাকাত আদায়ে কার্পণ্যতার কুঅভ্যাস দূর হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

Z | p o n m l k j [

তাদের সম্পদের জাকাত গ্রহণ করুন এবং তা দ্বারা তাদেরকে পূত পবিত্র করুন। [সূরা তাওবা:১০৩]

¿ **জাকাতের সামাজিক উপকার:**

১. জাকাতের মাধ্যমে গরিবদের প্রয়োজন মিটানো হয়। আর তারাই হলো সমাজের শিংহ ভাগ মানুষ।

২. জাকাত মুসলমানদের শক্তি যোগায় এবং তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। আর এ জন্যই জাকাতের অন্যতম খাত হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ।

৩. জাকাত দ্বারা অভাবী ও দরিদ্রদের হিংসা-বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা দূর হয়। গরিবরা যখন ধনীদেরকে আরাম-আয়েশে দেখে অথচ তাদের সম্পদ দ্বারা

গরিবরা কোন প্রকারেই উপকৃত হচ্ছে না, তখন তাদের হৃদয়ে পরশ্রীকাতরতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন ধনীরা প্রতি বছর তাদেরকে জাকাত দেন তখন তাদের এই বিদ্বেষ মূলক চিন্তা-ভাবনা দূর হয়ে যায়। আর পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা এবং সৌহার্দ সৃষ্টি হয়।

৪. জাকাতে সম্পত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বরকত হয়।

রসূলুল্লাহ [সাঃ] বলেছেন:

« مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ». رواه مسلم.

সদকার (জাকাত) দ্বারা সম্পদ হ্রাস পায় না।

[মুসলিম]

অর্থাৎ যদিও সাময়িকভাবে জাকাতের দ্বারা সম্পদ কমে যায় কিন্তু তার বরকত কমে না এবং ভবিষ্যতে তা বাড়ে। বরং আল্লাহ তা'আলা তার সম্পদের বদলা দিবেন এবং তার সম্পদে বরকত দান করবেন।

৫. জাকাতের দ্বারা সম্পদের বিস্তার লাভ হয়। কেননা সম্পদ যখন খরচ করা হয় সম্পদের পরিধি তখন বেড়ে যায় এবং তা দ্বারা বহু উপকৃত হয়। কিন্তু যখন ধনী-গরিবের মধ্যে বেশী ব্যবধান সৃষ্টি হয় এবং গরিবের হাতে কিছুই না আসে, তখন এমনটি হয় না।

অতএব, জাকাতের উপরোক্ত লাভসমূহ এবং হেকমত এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, জাকাত ব্যক্তি ও সমাজ সংস্কারের জন্য একটি জরুরি বিষয়। ব্যক্তি ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ ছাড়া জাকাত বিষয়ে জানাও অতি গুরুত্বপূর্ণ।

¿ জাকাত ফরজ হওয়ার সাধারণ শর্তাবলী:

১. বৈধ পন্থায় সম্পদের পরিপূর্ণ মালিক হওয়া। যেমন: হালাল ব্যবসা দ্বারা, ওয়াকফ, দান ও উত্তরাধী সূত্রে ইত্যাদি।
২. বৃদ্ধি হয় এমন সম্পদ হওয়া। যেমন: স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্যবসা সামগ্রী ইত্যাদি।
৩. সম্পদ নির্দিষ্ট (নেসাব) পরিমাণ হওয়া। প্রত্যেক সম্পদের নির্দিষ্ট (নেসাবের) পরিমাণ যথাস্থানে বর্ণনা করা হবে।
৪. মৌলিক প্রয়োজন থেকে অতিরিক্ত হওয়া। যেমন: খাদ্য, বাসস্থান, যানবাহন, পেশা সামগ্রী ইত্যাদি।
৫. হিজরী সনের পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

¿ যে সমস্ত সম্পদে জাকাত ফরজ:

স্বর্ণ, রৌপ্য, শস্য, ফল, ব্যবসা সামগ্রী, মুক্তভাবে বিচরণকারী পশু, খনিজ পদার্থ, গুপ্ত ধন।
নিম্নে এ গুলোর সংক্ষিপ্ত বিধান বর্ণনা করা হলো।

¿ প্রথমত: সোনা ও রুপার জাকাত:

@ সোনার নেসাব ২০ দিনার তথা ৮৫ গ্রাম এবং রুপার নেসাব ৫ উকিয়্যা তথা ৫৯৫ গ্রাম।

@ স্বর্ণ ও রৌপ্যে জাকাতের পরিমাণ ২.৫% অর্থাৎ ৪০ ভাগের এক ভাগ।

@ জাকাত সোনা ও রুপা দ্বারা বা মূল্য জেনে দেশীয় মুদ্রা দ্বারাও আদায় করা যায়।

¿ বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার জাকাত:

@ বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা যেমন টাকা, দিরহাম, দীনার, রিয়াল, ডলার, রুপিয়া ইত্যাদির জাকাত আদায় করা ফরজ।

@ মুদ্রার নেসাব সোনা ও রুপার নেসাব অনুযায়ী হবে। সুতরাং যার নিকট ৮৫ গ্রাম সোনা অথবা ৫৯৫ গ্রাম রুপার মূল্য পরিমাণ যে কোন মুদ্রা

থাকবে তাকে বাকি শর্ত সাপেক্ষে ২.৫% অর্থাৎ ৪০ ভাগের এক ভাগ জাকাত আদায় করতে হবে।

@ উলামাদের সঠিক মতানুসারে মহিলাদের ব্যবহৃত যে কোন স্বর্ণ ও রৌপ্যের গহনার জাকাত দেওয়া ফরজ।

@ সোনা-রুপা ছাড়া অন্যান্য অলংকার যেমন হিরক, মুক্তা ও দামী পাথর ইত্যাদিতে জাকাত ফরজ নয়।

@ যদি সোনা ও রুপার অলংকারে মূল্যবান পাথর বা অন্য কিছু বসানো থাকে, তাহলে সেগুলোর মাপ বাদ দিয়ে শুধু সোনা বা রুপার অংশের জাকাত দিতে হবে।

@ সোনা ও রুপার থালা-বাসন, বিভিন্ন প্রকার উপঢৌকন, আসবাবপত্র এবং যা পুরুষরা ব্যবহার করে (পুরষদের জন্য সোনা ব্যবহার হারাম) জাকাত আদায় করা ফরজ।

¿ **দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা সামগ্রীর জাকাতঃ**

লাভের উদ্দেশ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা সামগ্রীতে জাকাত ফরজ। সকল প্রকার ব্যবসা সামগ্রীর বিক্রি মূল্য বছরের শেষে হিসাব করে সর্বমোট মূল্যের ২.৫% অর্থাৎ ৪০ ভাগের এক ভাগ জাকাত দিতে হবে। মূল মূল্য বিক্রি মূল্যের সমান হোক বা বেশী হোক বা কম হোক।

@ ব্যবসা সামগ্রীর নেসাব নির্ধারিত হবে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মূল্য অনুযায়ী।

@ বিক্রয়ের জন্য ক্রয় করে রাখা ভূমি, ভবন, গাড়ি, কাঠ, খড়ি, বিভিন্ন ধরনের মেশিন, আসবাব পত্র ইত্যাদি সম্পদের উপর জাকাত ফরজ। এগুলোর প্রতি বছর বিক্রয় মূল্য ধরে জাকাত আদায় করতে হবে।

@ যে সমস্ত ভবন ও বাস, ট্রাক, গাড়ি ইত্যাদি ভাড়ার জন্য সেগুলোর ভাড়ার টাকাতে বছর শেষে শর্ত সাপেক্ষে জাকাত ফরজ হবে।

@ প্রাইভেট কার, দোকানের স্থায়ী আসবাবপত্র, ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিসপত্র ও পেশা সামগ্রীর উপর জাকাত ফরজ নয়।

@ যে সব চতুস্পদ প্রাণী ব্যবসার জন্য সেগুলোর মূল্য জাকাতের নেসাব পরিমাণ হলে বাকি শর্ত সাপেক্ষে জাকাত দিতে হবে। তার সংখ্যা নেসাব পরিমাণ হোক বা না হোক।

¿ জাকাত আদায়ের নিয়মঃ

@ প্রতি বছর জাকাত আদায় করা ফরজ। যে দিন থেকে ব্যবসা শুরু হয়েছে সেদিন থেকে বছর গণনা শুরু হবে ।

@ বছরের শেষে সমস্ত ব্যবসা সামগ্রীর মূল্য হিসাব করে জাকাত আদায় করতে হবে।

@ যদি কোন ব্যবসা সামগ্রী বছর পূর্ণ হওয়ার কিছুদিন আগে ক্রয় করে, তাহলে অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে তারও জাকাত আদায় করতে হবে।

@ মুনাফার জাকাতের হিসাব মূল সম্পদের মূল্যের সঙ্গেই করতে হবে। মুনাফার জাকাতের জন্য তার

উপর নতুন করে বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়।

¿ তৃতীয়ত: কৃষি সম্পদের জাকাত:

@ পরিমাপযোগ্য ও মজুদ বা গুদামজাতযোগ্য সমস্ত শস্য এবং ফলাদি ও গাছের জাকাত দিতে হবে। যেমন: খেজুর, কিশমিশ, গম, যব, ধান, ভুট্টা, সরিষা, রাই, কাগজ ও কাঠের গাছ ইত্যাদি।

@ নেসাব ৫ ওয়াস্‌ক্ব এর কম হলে জাকাত ফরজ হবে না। কেননা রসূলুল্লাহ [সা:] বলেন: শস্য ও খেজুর ৫ ওয়াস্‌ক্বের কম হলে তাতে জাকাত নেই। [মুসলিম]

@ নেসাব ওজনের মাপে প্রায় ৭৫০ কেজি কারণ এক ওয়াস্‌ক্ব ষাট সা‘ আর এক সা‘ প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম, (৬০ Í ২.৫ Í ৫=৭৫০)।

@ আলেমগণের কেউ আবার এর চেয়ে কম-বেশীও বলেছেন। কারণ ওয়াস্‌ক্ব ও সা‘ কাঠার মাপ। আর কাঠার মাপ থেকে কেজির মাপ নির্ধারণ করতে কম-বেশী হওয়াটাই স্বাভাবিক।

@ কৃষি সম্পদের জাকাত ফরজ হওয়ার জন্য বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন: এ গুলোর হক আদায় কর কাটার সময়। [সূরা আন'আম:১৪১]

¿ ফসলের জাকাতের পরিমাণ:

@ যে সকল শস্যের উৎপাদনে সেচ খরচ নাই অর্থাৎ বৃষ্টি, খাল-নদী, বিল ও ঝর্না ইত্যাদির পানি দ্বারা হয় সেগুলোর জাকাত ওশর অর্থাৎ এক দশমাংশ (১০ ভাগের এক ভাগ)।

@ আর যাতে পানি সেচের খরচ চাষীকে বহন করতে হয়, সেগুলোর জাকাত ২০ ভাগের একভাগ।

@ ফল, শাক-সবজি, খরবুজা ইত্যাদিতে জাকাত নেই।

¿ চতুর্থত: পশু সম্পদের জাকাত:

পশু সম্পদ বলতে চতুস্পদ প্রাণী। আর তা হলো: উট, গরু, মেষ (দুম্বা-ভেড়া) ও ছাগল (ছাগ-ছাগী)।

¿ পশুর জাকাত ফরজ হওয়ার শর্তাবলী:

১. নেসাব পরিমাণ হওয়া। উটের সর্বনিম্ন নেসাব ৫টি, গরুর ৩০টি, মেষ (দুম্বা-ভেড়া) ও ছাগলের ৪০টি। এর চেয়ে কম হলে জাকাত দিতে হবে না।

২. পশুর মালিকের নিকট হিজরী সনের পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া।

৩. মুক্তভাবে বিচরণকারী অর্থাৎ বছরের বেশীর ভাগ সময় চারণ ভূমিতে চরে এমন হওয়া। ইহা সাধারণত দুধ ও বংশ বৃদ্ধির জন্য পালা হয়। আর যে সমস্ত পশুর খাদ্য সরবরাহ করা হয় অথবা মালিককে ক্রয় বা যোগাড় করতে হয় সেগুলোর জাকাত দিতে হবে না।

৪. কাজের জন্য ব্যবহৃত পশু না হওয়া। যেমন: ক্ষেতে বা বহন ইত্যাদি কাজের জন্য পশু।

¿ গবাদি পশু ছাড়া অন্যান্য পশুর জাকাত:

গবাদি পশু ছাড়া অন্যান্য পশুর কোন জাকাত নেই। সুতরাং, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ইত্যাদিতে জাকাত

নাই। কিন্তু যদি তা ব্যবসার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে তার মূল্যের উপর শর্ত সাপেক্ষে জাকাত দিতে হবে।

¿ **পঞ্চমত: গুপ্তধন, খনিজ পদার্থ ও সামুদ্রিক সম্পদের জাকাত:**

? গুপ্তধন যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, থালা-বাসন ইত্যাদি।

? এগুলোতে জাকাতের পরিমাণ প্রাপ্তধনের এক পঞ্চমাংশ। (পাঁচ ভাগের এক ভাগ) প্রাপ্তধন কম হোক বা বেশী হোক।

? খনিজ সম্পদ যেমন সোনা, রুপা, সিসা, লোহা, ইয়াকুত (মণি-মুক্তা), আকিক (পাথর), সুরমা এবং শক্ত ও তরল খনিজ সম্পদ যেমন আলকাতরা বা পিচ, তেল (ব্লাক গোল্ড), গন্ধক বা দিয়াশলাই ইত্যাদি।

? খনিজ সম্পদের জাকাতের পরিমাণ সঠিক মতে ২.৫%। অর্থাৎ ৪০ ভাগের এক ভাগ।

? অধিকাংশ আলেমগণের মতানুসারে সামুদ্রিক কোন সম্পদের জাকাত নাই। যেমন: মোতি,

মুক্তাদানা, জমরুদ (পান্না), আম্বর (সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত এক প্রকার সুগন্ধি) ও বিভিন্ন প্রকার মাছ ইত্যদি।

¿ চাকুরীর বেতন ও ব্যক্তিগত জীবিকার উপার্জনের জাকাত:

@ যদি নিত্য প্রয়োজন মিটানোর পর বাকি অংশ জাকাতের নেসাব পরিমাণ হয় এবং তার উপর হিজরী সালের এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে ঐ অংশের জাকাত আদায় করা ফরজ। তবে উপার্জিত সমস্ত বেতনের একত্রে (যার কিছু অংশের উপর এখনো বছর অতিবাহিত হয়নি এমন) জাকাত আদায় করা উত্তম।

¿ বিভিন্ন প্রকার শেয়ার (share)-এর জাকাত:

& সঠিক মতানুসারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের জাকাত আদায় করা ফরজ।

& যদি কোম্পানিতে স্থায়ী একজন অংশীদার হিসাবে শেয়ার ক্রয় করে থাকে, আর তাতে শুধুমাত্র বাৎসরিক মুনাফা নেয়া উদ্দেশ্য হয়,

তাহলে কোম্পানির সম্পদ হিসাবে অন্যান্য সম্পদের সাথে শেয়ারের জাকাত আদায় করবে।

& কোম্পানি যদি কৃষি সম্পদ বিষয়ক হয়, তাহলে কৃষি সম্পদের জাকাত আদায়ের নিয়মানুসারে শেয়ারের জাকাত আদায় করবে।

& যদি শিল্প-কারখানা যেমন সিমেন্ট, লোহা, ঔষধ ইত্যাদি কোম্পানি হয়, তাহলে মূল দ্রব্যের উপর জাকাত ফরজ হবে না। বরং এগুলোর শুধু লাভের উপর জাকাত ফরজ হবে।

& যদি কোম্পানি বাণিজ্যিক হয় যার উদ্দেশ্য পণ্য-সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানি যেমন: ইসলামী ও বাণিজ্যিক ব্যাংক ইত্যাদি, তাহলে ব্যবসা সামগ্রীর ন্যায় মূলধন ও মুনাফা উভয়ের জাকাত আদায় করতে হবে।

& যদি কোম্পানি পশু সম্পদের শেয়ারের হয়, তাহলে সে কোম্পানির জাকাত পশু সম্পদের পূর্বে উল্লেখিত নিয়মে আদায় করতে হবে।

& উপরোক্ত সকল বিবরণ ঐ ব্যক্তির জন্য যে শেয়ার ক্রয় করে শেয়ারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন

এবং শেয়ারের অংশীদারিত্বে বলবত থাকার উদ্দেশ্যে। এতে জাকাত আসবে শেয়ারের মূল মূল্য অনুসারে।

& আর যদি শেয়ার বাজারের বাজার অনুপাতে শেয়ারের ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে চলতি (রানিং) ব্যবসার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে। যেভাবে কোম্পানির অন্যান্য সম্পদ-পত্রের ক্রয়-বিক্রয় ক'রে থাকে, তাহলে কোম্পানির এ ধরনের শেয়ারের জাকাত ব্যবসা সামগ্রীর জাকাতের ন্যায় হবে। এতে শেয়ারসমূহের কোম্পানি বাণিজ্যিক বা শিল্প কারখানার হোক বা অন্য যে প্রকারের হোক না কেন। আর এর জাকাত আদায় করতে হবে শেয়ারের বাজার মূল্যের (Stock Exchange) উপর ভিত্তি করে, এতে কোন প্রকারের ছাড় দেয়া ব্যতীত। কেননা এখানে শেয়ার ব্যবসা সামগ্রী।

¿ বিভিন্ন প্রকারের সনদপত্র বা বন্ড (Bonds) ইত্যাদির জাকাত:

3 সনদ বা বন্ড কোন ব্যাংক অথবা কোম্পানি বা সরকারের পক্ষ থেকে দেয়া এক প্রকার ঋণস্বীকার পত্র। যেগুলোর নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে মূলধনের সঙ্গে পূর্ব ঘোষিত নির্দিষ্ট মুনাফা মালিকদেরকে দেয়া হয়ে থাকে, যা সম্পূর্ণ সুদ ভিত্তিক। কেননা ঋণের যে কোন মুনাফা সুদের শামিল। তাই এগুলোর (ঋণের টাকার জাকাতের বিবরণ অনুসারে) শুধুমাত্র মূলধনের জাকাত আদায় করা ফরজ।

3 সুদ ভিত্তিক যে মুনাফা আসে তাতে কোন প্রকারের জাকাত নাই। বরং এগুলো তার মালিকদেরকে ফেরত দিতে হবে। অথবা ফকির ও মিসকিনদের মাঝে পানাহার ও পোশাকাদি ছাড়া অন্য ব্যাপারে খরচের জন্য বিতরণ করতে হবে। আর সওয়াবের আশায় দেওয়া যাবে না; কারণ এগুলো তাদের সম্পদ নয়।

3 ব্যাংক ফিক্সড ডিপোজিট (Fixed deposit)-এর জাকাতও উল্লেখিত প্রকারভেদে আদায় করতে হবে।

¿ **কর্য ও ঋণের টাকার জাকাত আদায়ের পদ্ধতিঃ**

P যদি ঋণের অর্থ পাওয়ার আশা থাকে, তবে প্রতি বছর তার জাকাত আদায় করতে হবে।

P যদি জাকাত বের করার অর্থ না তবে, হস্তগত হওয়ার পর অতীতের বছরগুলোর জাকাত একত্রে আদায় করলেও চলবে।

P আর যদি পাওয়ার কোন আশা না থাকে এবং পরিশেষে যে কোনভাবে পাওয়া যায়, তবে হাতে আসার পর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে জাকাত আদায় করবে।

P আর যদি হস্তগত হওয়ার পর সে বছরের জাকাত আদায় করে দেয় তবে উত্তম।

¿ চাকুরীজীবিদের বোনাস (Bonus & Pension) ইত্যাদির জাকাত:

বোনাস ও পেনশন ইত্যাদি নিজ হস্তগত হওয়ার পর যদি তা জাকাতের নেসাবের পরিমাণ এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে এতে জাকাত ফরজ হবে। তবে শর্ত হলো: এ গুলো সুদ মুক্ত হতে হবে, নচেৎ সুদের অংশ বাদ দিয়ে বাকি অংশের (২.৫%) করে জাকাত দিবে।

¿ সামাজিক বীমা বা সোসাল ইনস্যুরেন্স (Social Insurance) পথকে প্রাপ্ত অর্থের জাকাত:

ð বিভিন্ন ইসলামউ ফিকাহ একাডেমী কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সামাজিক বীমা বা পসাসাল ইনস্যুরেন্সের আদান-প্রদান শরিয়ত সম্মত নয়; কেননা এখানে বীমাকারীর জন্য ধোকা ও ক্ষতির আশংকা রয়েছে।

ð বিভিন্ন প্রকার কল্যাণমূলক সংগঠন বা ফাউন্ডেশন ও সমবায় সংস্থার পক্ষ হতে সামাজিক বীমা। (co-opera:ive Social Insurance) এগুলোতে সম্পদ কোন প্রকার শর্ত ও বিনিময় ব্যতীত

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনা কবলিত কোন মানুষকে তার নিছক সাহায্য স্বরূপ দেয়া হয়ে থাকে। এর আদান-প্রদান বৈধ।

ð এ ধরনের সমবায় সমিতি বা সংস্থার পক্ষ হতে কোন সম্পদ যদি কারো পরিপূর্ণ রূপে হস্তগত হয় এবং প্রয়োজন মিটানোর পর তা জাকাতের নেসাব পরিমাণ ও পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় তবে জাকাত ফরজ হবে। অত:পর সর্বমোট পরিমাণের শতকরা আড়াই ভাগ হিসাবে (২.৫%) জাকাত আদায় করতে হবে।

¿ জাকাতের খাতসমূহ:

আল্লাহ তা‘আলা সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে জাকাতের ৮টি খাত বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ:

১. ফকির:

যারা অর্ধ বছর নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে সামর্থ্যবান নয় তারাই ফকির।

২. মিসকিন:

যাদের অর্ধ বছর চলার মত ব্যবস্থা আছে। কিন্তু পূর্ণ বছর চলার মত ব্যবস্থা নাই তারা মিসকিন।

৩. জাকাত আদায়কারী:

যাদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে জাকাত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং হকদারদের মধ্যে বণ্টনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। এমন ব্যক্তিদেরকে তাদের কাজ অনুপাতে জাকাত থেকে দেওয়া হবে, যদিও তারা ধনী হয়।

৪. যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন:

সমাজের সে সকল অমুসলিম ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের আশা করা যায়, অথবা মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর আশা করা যায়, এমন

ব্যক্তিদেরকে জাকাত থেকে দেওয়া যাবে। অথবা সমাজপতি যাদের ঈমান দুর্বল, তাদেরকে জাকাত থেকে দেওয়া হবে; যেন ঈমান শক্তিশালী হয় এবং ইসলামের আহবায়ক (দা'য়ী) ও নেক আদর্শ হিসাবে কাজ করে। ঠিক এমনিভাবে নওমুসলিমদেরকেও জাকাত দেওয়া হবে; যেন তারা ইসলামের উপর অটল থাকে ও তাদের ঈমান দৃঢ় হয়।

৫. দাস মুক্ত করতে:

গোলাম (কৃত দাস-দাসী) ক্রয় ক'রে আজাদ করতে জাকাত থেকে দেয়া হবে। কোন দাস-দাসীকে মুক্ত হতে সাহায্য করা ও কোন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করা এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৬. ঋণগ্রস্ত:

যাদের ঋণ রয়েছে অথচ ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নাই তাদেরকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য জাকাত থেকে দেওয়া হবে। চাই ঋণ কম হোক বা বেশী হোক। তবে শর্ত হলো:

- ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।

P এমন ধনী না হওয়া যার ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা আছে।

P তার ঋণ কোন গুনাহের কাজে যেন না নিয়ে থাকে।

P তার ঋণ বিলম্বে পরিশোধযোগ্য এমন যেন না হয়।

৭. আল্লাহর রাস্তাঃ

ইহা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। মুজাহিদদেরকে তাদের জিহাদ করতে যতটুকু প্রয়োজন তা জাকাত থেকে দেওয়া হবে। আল্লাহর রাস্তার জিহাদের অস্ত্র ক্রয়ের জন্য জাকাত থেকে ব্যয় করা হবে।

৮. মুসাফিরঃ

মুসাফির যার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য নাই তাকে বাড়িতে পৌঁছতে যা প্রয়োজন তা জাকাত থেকে দেওয়া হবে। যদিও সে নিজ দেশে বা এলাকায় ধনী হোক না কেন।

কিছু জরুরি মাসায়েল

@ কোন কাফেরকে জাকাত দেয়া জায়েজ নাই। অনুরূপ বেনামাজিকেও জাকাত দেয়া যাবে না।

@ জাকাতের অর্থ দ্বারা মসজিদ বানানো জায়েজ নেই। কিন্তু যদি মসজিদের প্রয়োজন হয়, আর কেউ বানানোর মত না থাকে তাহলে জায়েজ।

@ যদি স্ত্রী জাকাত আদায় করে এবং স্বামী গরিব হয়, তাহলে স্বামীকে জাকাত হতে দেয়া জায়েজ আছে।

@ জাকাত স্বদেশের হকদারদেরকে দিতে হবে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তা অন্য দেশে স্থানান্তর করা জায়েজ।

@ উপরে উল্লেখিত আট প্রকার হকদারদের যে কোন এক প্রকারকে জাকাত দিলে আদায় হয়ে যাবে।

@ যাদের ভরণ-পোষণ ফরজ যেমন: বাবা-মা, সন্তান ও স্ত্রী তাদেরকে জাকাত দিলে আদায় হবে না।

@ ধনী ও শক্তিশালী এবং উপার্জনকারী ব্যক্তিদের জন্য জাকাত নেয়া বা তাদেরকে দেয়া জায়েজ নাই।

@ অপ্রাপ্তবয়স্কদের উপর জাকাত ফরজ হলে তার পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবকগণ জাকাত আদায় করে দিবেন।

@ সঠিক মতে মধুর জাকাতের নেসাব ও পরিমাণ জমিনের ফসলের ন্যায়।

@ কাগজ ও কাঠের গাছ কাটার পর কৃষি সম্পদ হিসাবে জাকাত বের করতে হবে।

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

সমাপ্ত